অবসরপ্রাপ্ত অফিস সহকারীর কাছে জিম্মি ১৫শ' শিক্ষক

লাখ লাখ টাকার ঘুষ বাণিজ্য

সংবাদ : প্রতিনিধি, চরফ্যাশন (ভোলা)

| ঢাকা , সোমবার, ১৪ মে ২০১৮

ভোলার চরফ্যাশন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের অবসরপ্রাপ্ত অফিস সহকারী আবু তাহের মিয়ার কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেড় হাজার শিক্ষক। শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরাও অসহায় হয়ে পড়েছেন ওই অবসরপ্রাপ্ত অফিস সহকারীর দাপটের কাছে। বিশেষ মহলের প্রভাব খাটিয়ে অবসরপ্রাপ্ত অফিস সহকারী আবু তাহের মিয়া শিক্ষকদের নানান কাজের অজুহাতে লাখ লাখ টাকা চাঁদাবাজি করছেন। দায়হীন দায়িত্ব পেয়ে করেছেন ভয়ংকর সব অপকর্ম। নেপথ্যে থেকে একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তি আবু তাহের মিয়ার এমন অপকর্মকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন বলে শিক্ষক ও শিক্ষা অফিসের স্টাফদের সূত্রে জানা গেছে। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে আবু তাহের ইস্যুতে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের সব হস্তক্ষেপ অকার্যকর হয়ে পড়েছে। উত্তেজনা বাড়ছে অফিস স্টাফ আর শিক্ষকদের মধ্যে। ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছে অফিসের শৃঙ্খলা। এ অবস্থায় সাধারণ

শিক্ষকরা পরিবেশ ও বন উপমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব এমপির দ্রুত হস্তক্ষেপ আশা করছেন। উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসের নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

চরফ্যাশন শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, চরফ্যাশন শিক্ষা অফিসের অফিস সহকারী আবু তাহের মিয়া এই অফিসে কর্মরত থাকা অবস্থায় ২০১৪ সালের ১ ডিসেম্বর অবসরে যান। অবসরে যাওয়ার পর ২০১৭ সালে দুর্নীতিগ্রস্ত একজন সাবেক শিক্ষা অফিসার এবং অষ্টধাতুখ্যাত শিক্ষক নেতাদের সহায়তায় কর্মচারী শূণ্যতার সুযোগ নিয়ে আবু তাহের মিয়া চরফ্যাশন শিক্ষা অফিসের অফিস সহকারীর হিসেবে সাময়িক দায়িত্ব পালন শুরু করেন। কিন্ত গত বছর ১২ অক্টোবর অফিস সহকারীর শূন্যপদে আব্দুস সাত্তার মিয়া যোগদান করলেও আবু তাহের মিয়া স্বপদে বহাল থেকে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ফলে যোগদানকারী আব্দুস সাত্তার মিয়া দায়িত্ব বুঝে পাননি বা তাকে দায়িত্ব পালন করতে দেয়া হচ্ছে না । গত ১২ এপ্রিল অতিরিক্ত ভোলা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো.খলিলুর রহমান আকস্মিক অফিস পরিদর্শনে এসে অবসরে যাওয়া কর্মচারী আবু তাহের মিয়ার কাছ থেকে অফিসের চাবি এবং নথিপত্র নিয়ে তা কর্মরত অফিস সহকারী আব্দুস সাত্তার মিয়াকে লিখিতভাবে বুঝিয়ে দেন। কিন্ত বিশেষ মহলের অদৃশ্য হস্তক্ষেপে পরদিনই আবু তাহের মিয়া ওই চেয়ারে পুনর্বহাল হন। চলতি মাসের প্রথম দিকে

ওই আফসে উচ্চমান সহকারী পদে মো. ছাদ্দক নামে আরও একজন কর্মচারীকে নিয়োগ করা হলেও তার যোগদানে বাঁধা সৃষ্টি করেছেন এই আবু তাহের মিয়া। আবু তাহের মিয়ার অনৈতিক প্রভাবের তোপে মো. ছিদ্দিক-এর উচ্চমান সহকারী পদে যোগদান করা না করা নিয়ে সাধারণ শিক্ষক, তথা কথিত শিক্ষক নেতা, উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা, জেলা ও বিভাগীয় কর্মকর্তারা বহুমুখী টানাপোড়েনে জড়িয়ে পড়েছেন। নানান টানা পোড়েনের মধ্যে গত ৭ মে মো. ছিদ্দিক উচ্চমান সহকারী পদে যোগদান করেন।

শিক্ষকদের অভিযোগ, দায়হীন দায়িত্ব পালনকালে আবু তাহের মিয়া অফিসের কর্মকর্তা ও সাধারণ শিক্ষকদের বেকায়দায় রাখার জন্য অফিসের অনেক নথিপত্র গায়েব করেছেন। অফিসিয়াল গোপনীয় তথ্য ফাঁস করছেন। গায়েব করেছেন শিক্ষকদের সার্ভিসবুকসহ ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানিক নথিপত্র। শিক্ষকদের পিআরএলসহ বিভিন্ন বকেয়া, মাতৃত্বকালীন ছুটি, চিকিৎসা ছুটি, অবসর ভাতা, পিটিআইতে ডেপুটেশন এবং বদলিসহ নানান খাতে লাখ লাখ টাকা চাঁদাবাজি করছেন। বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামতের টাকা বরাদ্দের জন্য হাতিয়ে নিচ্ছেন টাকা। বরাদ্দের চেক ইস্যুর জন্য নিচ্ছেন টাকা। চলতি বছর এই ‘অতিক্ষমতাধর’ আবু তাহের মিয়া বড় কেলেঙ্কারি করছেন শিক্ষকদের বদলিখাতে। অভিযোগ আছে- চলতি বছরের প্রথমদিকে উপজেলার ৭৫টি বিদ্যালয়ের ৮০ জন শিক্ষককে

বদাল করা হয়েছে। বদালর জন্য আফসের কর্মকর্তাদের নাম ভাঙ্গিয়ে সর্বনিম্ন ৪০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়েছেন ‘অতিক্ষমতাধর’ অবসরপ্রাপ্ত এই অবসরপ্রাপ্ত অফিস সহকারী আবু তাহের মিয়া। টাকার অংক বুঝে বদলির নিয়ম-নীতিকে ধুলায় নামিয়েছেন তিনি। কাগজপত্র জাল জালিয়াতি করে কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা বেশি দেখিয়ে কর্মকর্তাদের বেকুব বানিয়ে নুরাবাদ স. প্রা. বিদ্যালয়, হাসানগঞ্জ স. প্রা. বিদ্যালয়, ওসমানগঞ্জ স. প্রা. বিদ্যালয়, দক্ষিণ নীলকমল স. প্রা. বিদ্যালয় এবং উত্তর মঙ্গল স. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানের ২ জন থেকে ৪ জন কর্মরত শিক্ষকের মধ্য থেকে সুবিধাভোগী শিক্ষকদের পছন্দ মতো স্থানে টাকার বিনিময় একজন করে শিক্ষক বদলি করেছেন। ফলে হাসানগঞ্জ স. প্রা. বিদ্যালয় একজন শিক্ষকের বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষক বদলি সংক্রান্ত এসব ফাইলনোট অফিস সহকারী হিসেবে স্বাক্ষর করার কথা ছিল কর্মরত অফিস সহকারী মো. আব্দুস সাত্তার মিয়ার। কিন্তু স্বাক্ষর করেছেন ওই অবসরপ্রাপ্ত আবু তাহের মিয়া, যা সম্পূর্ণ বিধিবর্হিভূত। বদলি বাণিজ্যের মহাকেলেঙ্কারী ফাঁস হওয়ার পরও আবু তাহের বহাল তবিয়তে থেকে তৃতীয় ধাপে জাতীয়করণকৃত ১১টি স্কুলের ৪৩ জন শিক্ষকের বকেয়া বিল বেতন প্রস্তুত করার নামে শিক্ষক প্রতি ৫০ হাজার টাকা করে চাঁদা দাবি এবং আদায় করছেন। যা নিয়ে শিক্ষা অফিসের

কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

অভিযোগ প্রসঙ্গে কর্মরত অফিস সহকারী আব্দুস সাত্তার বলেছেন- গত বছরের ১২ অক্টোবর আমি এ পদে যোগদান করলেও আমাকে অদ্যাবধি দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়নি। অজ্ঞাত কারণে শিক্ষা অফিসার তৃষিত কুমার চৌধুরী সব কাজ আবু তাহেরকে দিয়েই করাচ্ছেন । চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে উপজেলার কোন কাজে আমার মতামতও নেয়া হয়নি। কোন শিক্ষক আবু তাহেরের মাধ্যম ছাড়া আমার কাছে কোন কাজে এলেও ওই শিক্ষককে নানানভাবে আবু তাহের মিয়া হয়রানি করা হয়।

অভিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত আবু তাহের মিয়া বলেন, আমি যেহেতু অবসরপ্রাপ্ত সেহেতু আমি অফিসের কোন দ্বায়িত্ব পালন করতে পারি না। তবে ২০১৬ সালে সাবেক শিক্ষা অফিসার থাকাকালীন অফিসের জনবল সঙ্কট থাকার কারণে তাদের সহযোগিতার জন্য আমাকে কাজ করার জন্য অনুমোতি দেয় সেই কারণেই আমি কাজ করছি। অভিযোগ প্রসঙ্গে উপজেলা শিক্ষা অফিসার তৃষিত কুমার চৌধুরী বলেছেন-আমি যোগদান করার আগ থেকেই আবসরপ্রাপ্ত আবু তাহের মিয়া ওই পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

আমি বিষয়টি নিয়ে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, অফিস স্টাফ এবং শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় কথা বলেছি। সর্বশেষ আবু তাহের মিয়াকে অফিসে আসতে নিষেধ করা

হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও বিষয়টি অবগত আছেন। দায়হীন দায়িত্ব নয়, এখন থেকে কর্মরতরা যার যার দায়িত্ব পালন করবেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নিখিল চন্দ্র হালদার বলেন, অবসরপ্রাপ্ত আবু তাহের কিভাবে চরফ্যাশন শিক্ষা অফিসে কাজ করে সেটা আমার জানা নাই এটা সে বলতে পারবে। তবে উপজেলা শিক্ষা অফিসারই জানেন অবসরপ্রাপ্ত আবু তাহের কিভাবে অফিসে কাজ করছেন। জনবল সঙ্কট হলে মৌখিকভাবে জনবল নিয়ে কাজ করতে পারে। তবে আমি এগুলোকে সমর্থন করব না। চারজন শিক্ষক থেকে শিক্ষক বদলির সুযোগ আছে কি না এমন প্রশ্নের জাবাবে তিনি বলেন, এমন কোন সুযোগ নাই।